আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক ইউএস কমিশন (U.S. Commission on International Religious Freedom, USCIRF) 1998 সালের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা আইন (International Religious Freedom Act, IRFA) দ্বারা তৈরি একটি স্বাধীন, দ্বিদলীয় ইউএস ফেডেরাল সরকারের কমিশন যা বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় স্বাধীনতা বা বিশ্বাসের উপরে নজর রাখে। USCIRF বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় স্বাধীনতা বা বিশ্বাসের লঙ্ঘনগুলির উপরে নজর রাখতে আন্তর্জাতিক মানক ব্যবহার করে এবং রাষ্ট্রপতি, সেক্রেটারি অব স্টেট ও কংগ্রেসের কাছে নীতিমালা সম্পর্কিত সুপারিশ পেশ করে। USCIRF হল একটি স্বাধীন স্বত্বা, এটি প্রদেশের বিভাগের থেকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র সত্তা। কমিশনার ও পেশাদার কর্মীরা ঘটনাস্থলে অমর্যাদার ঘটনাগুলো নথিভুক্ত করা এবং ইউএস সরকারের কাছে স্বাধীন নীতিগত সুপারিশগুলো করার মাধ্যমে এক বছর ধরে যে কাজ করেছেন, 2017 সালের বার্ষিক রিপোর্টটি তারই একটি সংকলন। 2017 সালের বার্ষিক রিপোর্টে 2016 সালের ক্যালেন্ডার বছর থেকে ফেব্রুয়ারি 2017 পর্যন্ত সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যদিও কিছু ক্ষেত্রে এই সময়সীমার পরে সংঘটিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। USCIRF সম্বন্ধে আরো তথ্যের জন্য এখানে ওয়েবসাইটটি দেখুন বা সরাসরি 202-786-0611-এ USCIRF-এর সাথে যোগাযোগ করুন।

বাংলাদেশ

মূল অনুসন্ধান: 2016 সালে দেশীয় এবং বিভিন্ন দেশে সংগঠন থাকা চরমপন্থী গোষ্ঠীদের দ্বারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ধর্ম নিরপেক্ষ ব্লগার, বুদ্ধিজীবি এবং বিদেশীদের উপরে সহিংস এবং প্রাণঘাতী আক্রমণের সংখ্যা বেড়েছে। যদিও শাসক আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার এর বিরুদ্ধে তদন্ত করে, গ্রেপ্তারি চালিয়ে এবং সহিংস অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সম্ভাব্য হামলার উপরে সুরক্ষা বৃদ্ধি করে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, হুমকি এবং হিংসা সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্যে ভীতির পরিবেশটি বাড়িয়েছে। এটি ছাড়াও বেআইনি জমি আত্মসাৎ—সাধারণভাবে এটি জমি জবরদখল হিসাবে পরিচিত—এবং স্বত্বাধিকারের গোলমাল বিশেষত হিন্দু এবং খ্রিষ্টানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। অন্য উদ্বেগগুলির মধ্যে রয়েছে সম্পত্তি ফেরত ও রোহিঙ্গা মুসলিমদের পরিস্থিতি সম্পর্কিত সমস্যা। 2016 সালের মার্চে, একজন USCIRF কর্মী সদস্য ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিস্থিতিটির মূল্যায়ন করতে বাংলাদেশ গিয়েছিলেন।

সুপারিশগুলো: USCIRF মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছে: মার্কিন সরকারের বাংলাদেশ সরকারাকে জাতীয় সন্ত্রাস রোধী কৌশলে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং উৎসাহ প্রদান করা উচিৎ; প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সমস্ত সরকারী আধিকারিককে মাঝে মাঝেই এবং সর্বজনীন ভাবে ধর্মীয় বিভেদমূলক ভাষা ব্যবহার এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিংসা এবং হয়রানিমূলক কাজকর্মের সমালোচনা করা উচিৎ; বাংলাদেশের সরকারকে স্থানীয় সরকারী আধিকারিক, পুলিশ

আধিকারি এবং বিচারকদের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানক সম্পর্কে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ধর্মীয় প্রণোদনামূলক হিংসাত্মক কাজকর্মের তদন্ত এবং বিচার করতে হবে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণে সহায়তা করা; বাংলাদেশের সরকারকে জমি জবরদখলের অভিযোগ তদন্ত করতে এবং ধর্মনিন্দার বিরুদ্ধে আইন প্রত্যাহারে জোর দেওয়া; এবং বর্মা থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা মুসলিমদের মানবাধিকার সহায়তা এবং নিরাপদ আবাস সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে বাংলাদেশের সরকারকে উৎসাহিত করা।

পটভূমি: রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিসাব অনুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় 16.4 কোটি। এর মধ্যে আনুমানিক 90 শতাংশ সুন্নি মুসলিম এবং 9.5 শতাংশ হিন্দু; বাকি 0.5 শতাংশে রয়েছে খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ঢাকা সহ বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক জনঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল, এর ফলে নজরদারি রাখা কঠিন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক চিত্রটি শাসক আওয়ামি লিগ এবং প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (BNP) মধ্যে গভীর ভাবে বিভাজিত। 2014 সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচন অবাধ বা পক্ষপাতহীন ছিল না এবং 64টি জিলার মধ্যে 16টিতে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে আক্রমণ ছিল সবচেয়ে তীব্র। কয়েক ডজন হিন্দুর সম্পত্তি লুঠ করা বা আগুন লাগানো হয়েছিল এবং কয়েকশ হিন্দু ঘর ছাড়া হয়েছিল। খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরাও আক্রমণের শিকার হয়েছিল। বেশিরভাগ আক্রমণ করেছিল বিএনপি এবং প্রধান ইসলামি দল জামাত ই ইসলামি (জামাত)-এর সাথে যুক্ত স্বতন্ত্র কর্মী এবং দল।

ঐতিহাসিক ভাবে বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে কিছু ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক সমস্যা ছিল অন্যদিকে এই দেশে দেশীয় এবং বিভিন্ন দেশে কর্মকাণ্ড থাকা চরমপন্থী এবং ধর্মীয় সম্প্রদায় বা সরকারকে নিশানা করা সন্ত্রাসী সংস্থাগুলির বিস্তৃত ভাবে নিপীড়ন দেখা যায়নি। তবে 2014 সালের শুরুর দিকে বাংলাদেশ এ জাতীয় গোষ্ঠী বিশেষত জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) এবং ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া (আইএসআইএস) দ্বারা বর্ধিত সংখ্যক প্রাণঘাতী আক্রমণের শিকার। উল্লেখযোগ্য ভাবে 2015 সালে চার বাংলাদেশি—ওয়াশিকুর রহমান বাবু, অনন্ত বিজয় দাস, নীলয় চট্টোপাধ্যায় এবং ফৈজাল আরেফিন দিপান—এবং এক বাংলাদেশি আমেরিকান অভিজিৎ রায় ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মুক্ত চিন্তাভাবনা, ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক অহিষ্ণুতা এবং রাজনৈতিক স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা লেখায় প্রকাশ করার জন্য খুন হন। এছাড়াও, ধর্মনিরপেক্ষ বা নাস্তিক মনোভাব প্রকাশ করার কারণে খুনের লক্ষ্যে তৈরি লেখকদের "হিট লিস্ট" ইন্টারনেটে বিস্তৃত ভাবে উপলব্ধ এবং কয়েক ডজন ব্যক্তি দেশ ছেড়ে বা তাদের বসবাসের এলাকা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন।

চরমপন্থী এবং সন্ত্রাসী সংস্থা দ্বারা ধর্মীয় সম্প্রদায় আক্রমণের শিকার: 2016 সালে টানা দু'বছর চরমপন্থী বিশেষত জেএমবি এবং আইএসআইএস ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগার, বুদ্ধিজীবি এবং বিদেশীদের লক্ষ্য করে অনেকগুলি প্রাণঘাতী আক্রমণের দায় স্বীকার করেছে বা ঘটিয়েছে। যেমন জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং জুন মাসে যথাক্রমে ঝিনাইদহ, পঞ্চগড় এবং ঝিনাইগড় জিলায় হিন্দু পুরোহিত খুন হয়েছেন। এপ্রিল মাসে একজন মুক্তমনা অধ্যাপককে আইএসআইএস জঙ্গিরা গলার নলি কেটে খুন করে। একই মাসে নাজিমুদ্দিন সামাদ নামে একজন 26 বছর বয়সী ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগার

ঢাকায় খুন হন। জুন মাসে একজন খ্রিস্টান রাজশাহী জেলার বনপাড়ায় গির্জা থেকে বেরোবার সময় খুন হন। গত বছর আইএসআইএস সংখ্যাগুরু সুন্নি ধর্মাবলম্বীদেরও আক্রমণ করে। যেমন ৪ই জুলাই স্থানীয় মসজিদে ঈদলফেতর উদযাপন চলাকালীন বোমা এবং বন্দুকের গুলিতে চার সুন্নি মুসলিম নিহত হন।

আক্রমণ সমস্ত বাংলাদেশীর মনে ভীতির সঞ্চার করে, যদিও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ ভাবে আতঙ্কিত কারণ আইএসআইএসের মতো সন্ত্রাসী সংগঠন জানিয়ে রেখেছে যে তারা ইসলামি খলিফার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় যেখানে সংখ্যালঘুদের কোনো স্থান নেই। আক্রমণের উত্তরে বাংলাদেশের সরকার কিছু অপরাধের তদন্ত করা এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার, সম্ভাব্য নিশানাগুলোকে নিরাপত্তা দান এবং সক্রিয় ভাবে চরমপন্থী এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার রাজনৈতিক ইচ্ছা প্রদর্শন করেছে। যেমন 2016 সালের জুন মাসের একটি বিতর্কিত আইনে সরকার প্রায় 11,000 ব্যক্তিকে আক্রমণ করেছে যার মধ্যে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির সাথে যোগসূত্র থাকা কিছু সন্দেজভাজন রয়েছে। যদিও দেশের এবং আন্তর্জাতিক স্তরে মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি এই পদক্ষেপটিকে অতিরিক্ত বিস্তৃত হিসাবে সমালোচনা করেছেন তবে সংখ্যালঘু ধর্মের নেতারা একে স্বাগত জানিয়েছেন।

এটি ছাড়াও গত বছর সরকার বাংলাদেশে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিকে অর্থ সাহায্য হিসাবে বিদেশ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সন্দেহে কমপক্ষে এক ডজন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উপরে নজরদারি শুরু করেছে; সরকার সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির উপরে নজর রাখতে এবং ঘটনাগুলির তদন্ত করতে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জন্য আরো বেশি সুরক্ষা প্রদান, বিশেষত ধর্মীয় ছুটি বা উৎসবের দিনগুলিতে আরও বেশি সুরক্ষাও গ্রহণ করেছে। তবে যাইহোক ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সরকারী ভাবে দেশে আইএসআইএসের উপস্থিতি স্বীকার করতে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবেদন ইন্টেলিজেন্স ব্যবস্থার গাফিলতি তৈরি করেছে, এতে আক্রমণ ঘটার আগেই তা প্রতিহত করা কঠিন করে তুলেছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি আরো বিশ্বাস করে যে সরকার পুলিশকে হিংস্র জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করে নি। এটি ছাড়াও, তারা প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে আওয়ামি লিগ, বিএনপি এবং জামাতের সরকারী আধিকারিকরা রাজনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ধর্মীয় বিভাজনমূলক বক্তৃতা দিয়ে চলেছে।

2016-এর অক্টোবরে হিন্দুদের আক্রমণ: 31শে অক্টোবর, 2016-এ ব্রাহ্মণবেড়িয়া জিলার নাসিরনগরে কমপক্ষে 100 মুসলিম একটি হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। পুলিশ, বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স এবং আধাসামরিক সীমান্ত রক্ষী সেই এলাকায় বলবত থাকা সত্ত্বেও কয়েক ডজন মানুষ আক্রান্ত হন এবং কমপক্ষে 15টি হিন্দু মন্দির এবং 200রও বেশি বাড়ি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ ও লুঠ করা হয়। হিন্দুদের উপরে ছোট আকারের আক্রমণেরও প্রতিবেদন করা হয়েছে। প্রারম্ভিক মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে দুটি ইসলামি গোষ্ঠী—হেফাজাত-ই-ইসলাম এবং আহলে সুন্নত—হিংসার শুরুর কারণ হিসাবে জানায় একজন তরুন যুবা ফেসবুকে মক্কায় পবিত্র ইসলামি সাইটে কাবার শীর্ষে একজন হিন্দু দেবতার ছবি বসানো একটি সম্পাদিত ছবি পোস্ট করার কারণে এ ঘটনাটি ঘটেছে। তবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের করা একটি তদন্ত অনুসারে জানা গেছে এই

ঘটনাটি ছিল হিন্দুদের সেই এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা এবং জমি জবরদখল করার উদ্দেশ্যে পূর্ব-পরিকল্পিত প্রয়াস তবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের করা একটি তদন্ত অনুসারে জানা গেছে এই ঘটনাটি ছিল হিন্দুদের সেই এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা এবং জমি জবরদখল করার উদ্দেশ্যে পূর্ব-পরিকল্পিত প্রয়াস।
সরকারের তদন্তকারী পুলিস ব্যুরোর ফরেনসিক বিভাগ জানিয়েছে যে হিংসায় মদত দিতে ফেসবুকের ফটোটি বসানো হয়েছিল।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবেদন অনুসারে নাসিরনগরে ঘটনা এবং ছোট আকারের আক্রমণের সাথে 1000 জনেরও বেশি যুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে এবং/অথবা চার্জ করা হয়েছে এবং নাসিরনগরের মুখ্য পুলিশ আধিকারিক এবং তিনজন আওয়ামি লিগ দলের নেতা তাদের ভূমিকার জন্য সাসপেন্ড হয়েছে। এটি ছাড়াও সরকার স্থানীয় পুলিশকে নতুন কোনো আক্রমণের ঘটনা না ঘটা নিশ্চিত করতে অবিরাম মূল 10টি জায়গায় টহল দিতে নির্দেশ দিয়েছে এবং তাদের কাজ চালিয়ে যেতে ঘটনাগুলির তদন্ত করতে তিনটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

জমি জবরদখল এবং সরকারী বিশিষ্ট ডোমেন: বেআইনি ভাবে জমি বাজেয়াপ্তকরণ যা সাধারণভাবে ব্যক্তি, স্থানীয় পুলিশ এবং রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা জমি জবরদখল, তা গোটা বাংলাদেশ জুড়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়। সম্পত্তির মালিকদের উপরে সহিংস আক্রমণ এবং আগুন লাগানোর ঘটনার সাথে জমি জবরদখলের ঘটনা সর্বদা যুক্ত থাকে। এটি ছাড়াও স্থানীয় সরকার এবং পুলিশ প্রায়শই তাদের সহকর্মীরা জড়িত থাকার কারণে জমি জবরদখলের ঘটনার সাথে যুক্ত সশস্ত্র আক্রমণের তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়। এটি ছাড়াও, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সরকার আর্থিক এবং পরিকাঠামোগত বিকাশের নামে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের সহায়তা ছাড়াই জমি দখলের জন্য বিশিষ্ট ডোমেইন ব্যবহার করেছে। জমি জবরদখল এবং বিশিষ্ট ডোমেইন উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মীয় এবং পুরানো অধিবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষত হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে তারা অপ্রতুল রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের কারণে বিশেষ ভাবে আক্রমণের লক্ষ্য। জমি জবরদখল এবং পরিবেশগত বিশিষ্ট ডোমেন সংখ্যালঘুরা তাদের বিশ্বাসের কারণে, সংখ্যালঘু হিসাবে চিহ্নিত আক্রমণযোগ্য স্থিতি বা তাদের সম্পত্তির মূল্যের জন্য আক্রমণের নিশানা হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করা কঠিন।

সম্পত্তি ফেরত: 1971 সালে পাকিস্তানের হাত থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের আগে এবং অব্যবহিত পরে সরকার কর্তৃক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ফেরত দেওয়া বা ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করতে পরিবার বা ব্যক্তিদের জন্য একটি আবেদনের প্রক্রিয়ায় 2011 সালের কায়েমী সম্পত্তি ফেরত আইনটি (পরে 2013 সালে সংশোধিত) চালু হয়। সরকারের সম্পত্তি দখলের কারণে হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। দাবিগুলি পর্যালোচনা ও নিষ্পত্তি করতে কায়েমী সম্পত্তির ট্রাইব্যুনাল তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি জানিয়েছে যে প্রক্রিয়াটি অসুবিধাজনক এবং বিভ্রান্তিজনক এবং এর ফলে অনেক সম্পত্তি আইনের অধীনে ফেরত বা ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তির যোগ্য নয়। 2016 সালের জুমে কায়েমী সম্পত্তি ফেরত আইন কার্যকর করার জন্য সমন্বিত সেল—একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যেটিতে সম্পত্তি ফেরতের জন্য দাবি সহ 10টি সংস্থার তারা প্রতিনিধিত্ব করে তারা অভিযোগ করেছে যে দাবির পর্যালোচনা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা প্রয়োজনীয় নথিপত্র

থাকা সত্ত্বেও অস্বীকার—করেছে বা সম্পত্তিটিকে সরকারী সম্পত্তি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করে ফেরতযোগ্য নয় বলে জানিয়েছে। তদুপরি, সেই একই গোষ্ঠী জানিয়েছে আইনটি চালু হওয়ার চার বছর পরেও সমস্ত দাবির 70 শতাংশ নিষ্পত্তি হয়নি।

রোহিঙ্গা মুসলিম: কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ—বর্মা সীমান্তের কাছে কক্সবাজারে দুটি সরকার পরিচালিত শিবিরের ব্যবস্থা করেছে যেখানে বর্মা থেকে ধর্মীয়—অত্যাচারে পালিয়ে আসা সরকারী হিসাবে স্বীকৃত আনুমানিক 30,000 রোহিঙ্গা মুসলিমকে আশ্রয় দিয়েছে। দুর্দশার কারণে শিবিরের বাইরে আনুমানিক 200,000 থেকে 500,000 রোহিঙ্গা মুসলিম বসবাস করে বলে ধরে নেওয়া হয়। 2016 সালে বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা জনসংখ্যার উপরে একটি সমীক্ষা চালিয়েছে তবে ফলাফল সর্বজনীন ভাবে উপলব্ধ নয়। জানা গেছে জনগণনায় অংশগ্রহণকারীরা স্থানান্তরের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে একটি পরিচয় পত্র পাবেন, এটি তাদের চিকিৎসা এবং শিক্ষাগ্রহণে সুযোগ এনে দেবে।

বাংলাদেশ সরকারের হিসাব অনুসারে বর্মায় নিপীড়ন বৃদ্ধির কারণে 2016 সালের অক্টোবর থেকে 2017 সালের জানুয়ারির মধ্যে 65,000 রোহিঙ্গা মুসলিম বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। জানা গেছে আরো কয়েক হাজার শরণার্থী দুটি দেশের সীমানার মধ্যে জড়ো হয়ে রয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলির আবেদন সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার সীমান্ত খুলে দিতে অস্বীকার করেছে এবং রোহিঙ্গা মুসলিমদের ফিরিয়ে দিয়েছে যেটিকে জাতি সঙ্ঘ বর্মা থেকে শিকড় থেকে উচ্ছেদ হিসাবে চিহ্নিত করেছে।